কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

আবাসিক হলের পদ ছাড়লেন ৯ শিক্ষক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের প্রাধ্যক্ষসহ ৯টি পদ ছেড়েছেন শিক্ষকরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে 'আত্মমর্যাদা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে হলে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই' উল্লেখ করে শিক্ষকরা একযোগে পদত্যাগ করেন।

পদত্যাগকারী শিক্ষকরা হলেন প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক নজিবুর রহমান, ওয়ার্ডেন এ এইচ এম সা'দৎ ও ড. মো. খোরশেদ আলম, আবাসিক শিক্ষক মো. ফখরুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান এবং সহকারী আবাসিক শিক্ষক ড. মো. তাজউদ্দিন সিকদার, মো. মেজাম্মেল হোসেন, কাজী রাসেল উদ্দিন ও সুব্রত বণিক।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এর আগে সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে হল প্রাধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী বিক্ষোভ মিছিল করে। এ জন্য গতকাল সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে ওই হলের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে হলের শিক্ষার্থীদের সুসম্পর্ক নেই। হলে ডাইনিংয়ে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে বাসায় কাজ করানো হয়। খেলাধুলার সামগ্রী কেনার কোনো উদ্যোগ নেই। এমনকি খেলার মাঠ সংস্কার করতে উদ্যোগ নেন না। শৌচাগারের বেহাল দশা। খাবারের মান নিয়ন্ত্রণের কোনো তদারকি করা হয় না। হলে নিম্নমানের ইন্টারনেট সুবিধার অভিযোগ এনে প্রাধ্যক্ষের পদত্যাগের জন্য আগামী ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয় শিক্ষার্থীরা।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, 'আমি তোমাদের কথা শুনলাম। প্রভোস্ট কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে তাদের কথা শুনব। ছেলেদের হলে নারী প্রভোস্ট নিয়োগ দেওয়া যায় কি না তাও বিবেচনা করে দেখব। তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব না।'

এদিকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার এক ঘণ্টা পরই প্রাধ্যক্ষের নেতৃত্বে অন্যরা পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে শিক্ষকরা উল্লেখ করেন, 'ছাত্রদের চাহিদামতো একজন বাবুর্চি নিয়োগ না দেওয়ায় পরিকল্পিতভাবে প্রায় এক বছর ধরে এই অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আবাসিক শিক্ষকরা কক্ষ পরিদর্শন করতে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সময় হুমকি-ধমকি প্রদান করা হয়েছে।'

এ বিষয়ে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আবুল হোসেন বলেন, 'শিক্ষকরা পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তবে আমরা তাঁদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেছি।'